বালক যীশুর জেরুশালেম যাত্রা

লূক লিখিত সুসমাচার ২ অধ্যায় ৪০-৫২ পদ

যীশু তাঁর শৈশবের দিনগুলি কীভাবে কাটিয়েছেন, তা জানতে আমাদের কৌতুহল থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাইবেল এ বিষয়ে আমাদের হতাশ করে। কারণ, যীশুর পার্থিব জীবন-কাহিনী মথি, মার্ক, লূক ও যোহনের দ্বারা লিপিবদ্ধ হলেও, ১২ বৎসর বয়সে তাঁর জেরুশালেম মন্দির পরিদর্শন ব্যতীত যীশুর বাল্যকাল বা যৌবনের কোনও ঘটনার কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়নি। তাঁর জন্মের সময় স্বর্গদূতদের দ্বারা খবর পেয়ে বৈৎলেহেমের গোয়াল ঘরে মেষপালকদের আগমনের কথা, অষ্টম দিনে ত্বকচ্ছেদ লাভ করার কথা, ৪০ দিনে জেরুশালেম মন্দিরে প্রভুর কাছে উপস্থিত হাবর কথা আমরা লূকের সুসমাচারে পাঠ করেছি। মথির লেখা সুসমাচার অনুসারে এরপর কিছু কালের জন্য যীশু ও তাঁর জাগতিক পিতামাতা যখন বৈৎলেহেমের একটি ঘরে বসবাস করছিলেন, তখন পূর্ব দেশের পণ্ডিতরা তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে আসে, এবং ঈশ্বরের নির্দেশে তারা যখন মহান হেরোদ রাজাকে খবর না দিয়ে ফিরে গেছিল, ও হেরোদ যীশুকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, তখন যীশু ও তাঁর জাগতিক পিতামাতা মিসরে পালিয়ে গেছিল। সেখানে কিছুকাল কাটানোর পর, মহান হেরোদের মৃত্যু হলে, তারা নাসরতে ফিরে গেছিল। তখন যীশুর বয়স আমরা ২ বৎসর ধরতে পারি। এখন সেই ২ বৎসর থেকে ১২ বৎসর পর্যন্ত যীশুর জীবনে কী ঘটেছিল, তা আমাদের জানা নেই। এ বিষয়ে ৪টি সুসমাচারের মধ্যে লূক কেবল একটি পদ লিখেছে, আর তা হল: ***"পরে বালকটি বেড়ে উঠতে ও বলবান হতে লাগল, জ্ঞানে পূর্ণ হতে লাগল; আর ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাঁর উপরে ছিল"*** (লূক ২:৪০)। শিম্‌শোন (বিচার ১৩:২৪খ), শমূয়েল (১শমূয়েল ২:২১খ), ও যোহন বাপ্তাইজকের (লূক ১:৮০) বাল্যকাল সম্বন্ধেও একই ধরণের কথা আমরা দেখতে পাই। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, আর পাঁচটি স্বাভাবিক শিশুর ন্যায় যীশুও একইভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিলেন, আর তাই ইব্রীয় ৪:১৫ পদে এমন কথা বলা হয়েছে, ***"তিনি সর্ববিষয়ে আমাদের ন্যায় পরীক্ষিত হয়েছেন . . .।"*** তিনি শতকরা ১০০ ভাগ মানুষ হওয়ায়, তাঁর মানুষ-প্রকৃতির সসীম বৈশিষ্ট্যকে শাস্ত্র কখনও অস্বীকার করে না। তাই আমরা যীশুকে শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে বৃদ্ধি পেতে দেখি। আর তাই আমরা সহজেই চিন্তা করতে পারি যে, যীশুও আর পাঁচজন ইহুদী বালকের ন্যায় সমাজগৃহে শাস্ত্র শিক্ষা করেছিলেন। তখনকার দিনে ইহুদী বালকরা প্রথমে **বেৎ শেফেরে** (পুস্তকের গৃহ, ৫ বৎসর ধরে মোশির পঞ্চপুস্তক পাঠ ও মুখস্থকরণের বিদ্যালয়), তারপর **বেৎ তালমুদে** (শিক্ষার গৃহ, ৫ বৎসর ধরে পূর্ববর্তী লোকদের দ্বারা মোশির পঞ্চপুস্তকের ব্যাখ্যা মুখস্থকরণের বিদ্যালয়) শিক্ষালাভ করত। এই সময় তাদের যদি মোশির পঞ্চপুস্তক সম্বন্ধে কোনও নতুন চিন্তা বা ব্যাখ্যা না থাকত, তাহলে তারা বিদ্যালয় ত্যাগ করে তাদের পিতার ব্যবসায় মনোযোগ দিত ও সে বিষয়ে পারদর্শী হয়ে উঠত। কেবল মুষ্টিমেয় কিছু ইহুদী বেৎ তালমুদের পর **বেৎ মিদ্রাসে** অধ্যয়ন করত, যেখানে তারা শাস্ত্র-বাক্য নিয়ে আলোচনা, তর্ক ও ব্যাখ্যা করত। এখন ইহুদী শিশুরা যেহেতু ৫-৬ বৎসরে সমাজগৃহের শিক্ষা শুরু করত, সেইহেতু যীশুর যখন ১২ বৎসর বয়স, তখন আমরা তাঁকে বেৎ তালমুদের ছাত্র হিসাবে চিন্তা করতে পারি।

কিন্তু কেবল শিশুকাল থেকে ১২ বৎসর পর্যন্ত নয়; ১২ বৎসর থেকে ৩০ বৎসর পর্যন্তও তাঁর জীবনে কী ঘটেছিল, সে বিষয়েও শাস্ত্র আমাদের কাছে কোনও বিস্তৃত বর্ণনা দেয় না। এ বিষয়ে কেবল লূক ২:৫২ পদ একমাত্র সমাধান সূত্র, ***"পরে যীশু জ্ঞানে ও বয়সে এবং ঈশ্বরের ও মানুষের কাছে অনুগ্রহে বৃদ্ধি পেতে থাকলেন।"*** সুসমাচারের বিভিন্ন অংশে যে ছিটেফোঁটা উল্লেখ আমরা দেখতে পাই, তার থেকে আমরা বলতে পারি যে, যীশু এই সময় একটা মোটামুটি বড়ো পরিবারে মানুষ হচ্ছিলেন, কারণ যীশুর জন্মের পর যোষেফ ও মরিয়ম একাধিক সন্তানকে জন্ম দিয়েছিলেন (মার্ক ৬:৩ পদানুসারে, যাকোব, যোষি, যিহূদা ও শিমোন নামে তাঁর ভাইরা ছিল, এবং তাঁর কয়েকজন বোনও ছিল)। আমরা আরও জানি যে, যোষেফ সূত্রধর (ছুতোর) ছিলেন, আর যীশু তাঁকে সেই কাজে সাহায্য করেছিলেন (মথি ১৩:৫৫; মার্ক ৬:৩)। আরও অনুমান করা হয়ে থাকে যে, ১২ বৎসর বয়সে জেরুশালেম মন্দির পরিদর্শন ও ৩০ বৎসর বয়সে তাঁর পার্থিব পরিচর্যা শুরু করার মধ্যবর্তী সময়ে পিতা যোষেফের মৃত্যু ঘটেছিল, ফলস্বরূপ পরিবারে বড়ো ছেলে হিসাবে যীশু তাঁর মাতা ও ভাই-বোনদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

নিয়েছিলেন। অর্থাৎ, সূত্রধর হিসাবে গৃহ নির্মাণ, গৃহের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন আসবাবপত্র তৈরী, ও কৃষিকাজে প্রয়োজনীয় নাঙ্গল বা জোঁয়ালী তৈরীর কাজে তিনি এই সময় ব্যস্ত ছিলেন। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, ঈশ্বর-পুত্র হয়েও মানুষ-প্রকৃতির অধিকারী হওয়ায়, তিনি মানুষের স্বাভাবিক জীবন ও দায়িত্বকে অহবেলা করেননি। আর তাই, এ বিষয়ে মানুষ আমাদের অবহেলা কোনও অর্থেই গ্রাহ্য নয়।

যাইহোক, শিশুকাল থেকে ৩০ বৎসর পর্যন্ত তাঁর জীবনের কোনও ঘটনার কথাই যখন বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়নি, তখন কেবল তাঁর ১২ বৎসর বয়সে জেরুশালেম মন্দির পরিদর্শনের বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। যীশুর জীবনের এই সময়ের অন্য কোনও ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ না করে, এই ঘটনার কথা লূক কেন লিপিবদ্ধ করেছিল? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলতে পারি, যেহেতু এই ঘটনায় যীশু সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর প্রকৃত পরিচয় (পিতা ঈশ্বরের পুত্র) প্রকাশ করেছেন, যা তাঁর পার্থিব জীবনের পরবর্তী বিভিন্ন ঘটনার দ্বারা স্পষ্ট হতে চলেছে, সেইহেতু লূক এই ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ করেছে। আজ আমরা এই ঘটনার কথাই শিখতে চলেছি। আসুন, এই ঘটনার মাধ্যমে আমরা যীশুর কাছ থেকে শিখি।

ক। যীশু তাঁর পিতামাতার সঙ্গে জেরুশালেম মন্দিরে যেতেন: ৪১ পদে বলা হয়েছে, *"তাঁর পিতামাতা প্রতি বৎসর নিস্তার-পর্বের সময় জেরুশালেমে যেতেন।"* বিধানের শিক্ষানুসারে পূর্ণবয়স্ক সমস্ত ইহুদী পুরুষকে বৎসরে তিনবার জেরুশালেম মন্দিরে গিয়ে তিনটি বড়ো পর্বে যোগদান করতে হত: নিস্তার-পর্ব, পঞ্চাশত্তমীর-পর্ব এবং কুটিরবাস-পর্ব (যাত্রা ২৩:১৪-১৭; ৩৪:২২-২৩; ২বিবরণ ১৬:১৬)। কিন্তু ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনার ফলস্বরূপ ইহুদীরা যখন বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন তাদের পক্ষে এই আজ্ঞাকে আক্ষরিক অর্থে পালন করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশ যদিও তাদের পিতৃপুরুষদের দেশে প্রত্যাবর্তন করেছিল, তথাপি জেরুশালেম থেকে দূরবর্তী স্থানে যারা বসবাস করত, তাদের পক্ষে বৎসরে তিনবার জেরুশালেম পরিদর্শন কঠিন কাজ ছিল। তাই, বৎসরে একবার মাত্র জেরুশালেম পরিদর্শন করা তখনকার রীতিতে পরিণত হয়েছিল। অন্যান্যদের মতো যোষেফ ও মরিয়মও নিস্তার-পর্বের সময় বৎসরে একবার জেরুশালেম যাত্রা করতেন। মিসরের দাসত্ব থেকে উদ্ধারকে স্মরণ করতে ঈশ্বর মোশির মাধ্যমে ইস্রায়েলকে এই পর্ব পালন করতে আদেশ করেছিলেন। এখন যদিও বিধান কেবল পুরুষদের সেই সমস্ত পর্বে যোগদান করতে আদেশ করেছিল, স্ত্রীলোকদের কোনও বাধ্য-বাধকতা ছিল না, তথাপি আমরা যীশুর মাতা মরিয়মকেও এই পর্বে যোগদান করতে দেখতে পাচ্ছি, যার দ্বারা আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত এই দম্পতিকে দেখতে পাচ্ছি। সেই সময় যদিও জেরুশালেম মন্দিরে অনেক ভণ্ড গুরু বা ভণ্ড শিক্ষা ছিল, তথাপি সেই অজুহাতে তারা তাদের ধর্মীয় আচরণে ঢিলেমি দেখায়নি।

৪২ পদে বলা হয়েছে, *"যীশুর বারো বৎসর হলে তাঁরা পর্বের রীতি অনুসারে জেরুশালেমে গেলেন।"* এখন, ১২ বৎসরের পূর্বে (শিশু অবস্থা বাদ দিয়ে) যীশু জেরুশালেমে গেছিলেন কি না, তা আমরা জানি না। ইহুদী সন্তানদের বয়স যখন ১৩ বৎসর হত, তখন তাদের প্রতি একটি সংস্কার সাধিত হত, যার নাম ছিল বার মিৎজ্‌ভা (বিধানের পুত্র) বা বাৎ মিৎজ্‌ভা (বিধানের কন্যা)। ১৩তম জন্মদিনের আগের বিশ্রামবারে তাদের প্রতি সাধিত এই সংস্কারের দ্বারা তাদেরকে ইহুদী সমাজে পূর্ণবয়স্ক সদস্য/সদস্যা হিসাবে গ্রহণ করা হত। এর দ্বারা ধরে নেওয়া হত যে, ঈশ্বরের আজ্ঞা নিজে নিজে পালন করার জন্য সে যথেষ্ট পরিপক্কতা লাভ করেছে। তাদের আধ্যাত্মিক বৃদ্ধিতে এতোকাল যদিও তাদের পিতামাতারা তাদের পরিচালনা করেছে, এখন থেকে তারা নিজেরা তাদের আধ্যাত্মিক জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করত (খ্রীস্টীয় হস্তার্পণের সঙ্গে তুলনা করা যায়)। এখন, যীশুর যদিও ১৩ বৎসর হয়নি, তথাপি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর পিতামাতার জেরুশালেম যাত্রার মধ্যে আমরা যে কারণ দেখতে পাই, তা হল, সমাজগৃহের শিক্ষার পাশাপাশি জেরুশালেম মন্দিরে বিশিষ্ট রব্বিদের কাছ থেকে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয় যোষেফ ও মরিয়ম উপলব্ধি করেছিল। বিশেষ করে আর এক বৎসর পর যীশুর যেহেতু বার মিৎজ্‌ভা হতে চলেছে, সেইহেতু সমস্ত পরিবারকে আমরা জেরুশালেম যেতে দেখতে পাচ্ছি।

যীশুর পিতামাতারা যেমন যীশুর কাছে তাদের জীবনে ঈশ্বর আরাধনাকে প্রাধান্য দেবার আদর্শ রেখেছিল, খ্রীস্টীয় পিতামাতা হিসাবে আমরা কি আমাদের সন্তানদের কাছে সঠিক আদর্শ রেখেছি? আমরা নিজেরা যদি সন্তানদের হাত ধরে মণ্ডলীতে না আসি, কেবল তাদেরকে পাঠাই বা কেবল নিজেরা আসি, তাহলে আমরা সেই কাজে ব্যর্থ হয়েছি।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

আমরা পিতামাতারা যদি না ঈশ্বর আরাধনাকে আমাদের জীবনে প্রথম ও প্রধান স্থান দিই, আমরা কখনও আমাদের সন্তানদের পরবর্তী জীবনে ঈশ্বর-ভয়শীল জীবন আশা করতে পারি না। আসুন, আমাদের সন্তানদের হাত ধরে আমরা সমস্ত পরিবার মণ্ডলীতে ঈশ্বর আরাধনায় মিলিত হই।

খ। পিতামাতারা তাঁর বিঘ্নের কারণ হয়েছেন, কিন্তু যীশু তাদের বশীভূত থেকেছেন: ৪৩-৪৫ পদে আমরা দেখতে পাই, জেরুশালেমে নিস্তার-পর্ব পালন শেষ হলে, তাঁর পিতামাতারা নাসরতে ফিরে যাবার জন্য যাত্রা শুরু করলেও, যীশু জেরুশালেমে থেকে গেছেন; কিন্তু তাঁর পিতামাতারা তা জানতেন না। বিধানের নিয়ম অনুসারে, নিস্তার-পর্ব ৭ দিন ধরে চলত (যাত্রা ১২:১৫-১৬; ২৩:১৫; লেবীয় ২৩:৬; ২বিবরণ ১৬:৩)। কিন্তু অনেকের কাছে জেরুশালেমে এতোদিন কাটানোটা ছিল খুবই ব্যয়সাধ্য বিষয়, তাই অনেকেই একটা বা দুটো পূর্ণ দিন সেখানে কাটিয়ে নিজের বাড়ী ফিরে যেত। যাইহোক, যোষেফ ও মরিয়মের ক্ষেত্রে ধরা যেতে পারে, তারা পর্বের শেষ পর্যন্ত সেখানে ছিল।

পর্ব শেষ হলে, যোষেফ ও মরিয়ম নাসরতে ফিরে যাবার জন্য উত্তর দিকে যাত্রাকারী ক্যারাভানে যোগ দিলেন, যারা তাদেরই ন্যায় পর্বে যোগ দিতে নাসরত থেকে এসেছিল। সাধারণত পথে দস্যুদের হাত থেকে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যেই এই সময় তারা এমন দলবদ্ধ হয়ে যাত্রা করত। এইভাবে যখন দলবদ্ধ হয়ে তারা যাত্রা করত, তখন রীতি অনুসারে দলের সামনের দিকে থাকত স্ত্রীলোকেরা ও শিশুরা; আর পুরুষরা তাদের পেছনে পেছনে চলত। এখন, ১২ বৎসরের যীশু তাঁর মাতার সঙ্গে সামনের দিকে কিংবা তাঁর পিতার সঙ্গে পিছনের দিকে, উভয় দিকেই থাকার উপযুক্ত ছিলেন। তাই তাঁর পিতামাতারা প্রথমে যীশু অনুপস্থিতিকে উপলব্ধি করতে পারেননি। কিন্তু একদিনের পথ চলা শেষ হলে যখন তারা রাত্রিবাসের জন্য তাম্বু পেতেছে, তখন আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে খোঁজ করেও যীশুর সন্ধান মিলল না। তারা উপলব্ধি করলেন যে, তারা যীশুকে হারিয়ে ফেলেছেন, যীশু জেরুশালেমে থেকে গেছেন। অগত্যা যীশুর খোঁজে তারা জেরুশালেমে ফিরে গেলেন।

আমরা কি কখনও ভিড়ের মধ্যে আমাদের সন্তানদের হারিয়ে ফেলার কষ্ট অনুভব করেছি? ইতিহাস থেকে আমরা জানি যে, নিস্তার-পর্বের সময় জেরুশালেমের লোকসংখ্যা প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পেত, প্রায় ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ্য ৫০ হাজারে পরিণত হত। এতো লোকের মধ্যে সন্তান হারিয়ে ফেলার পর তাকে খুঁজে পাওয়া সহজ কাজ ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই, এই ঘটনায় যোষেফ ও মরিয়ম দিশেহারা হতে বাধ্য হয়েছিল। এই কারণেই ৪৮ পদে যীশুর প্রাতি আমরা মরিয়মকে এমন কথা বলতে শুনি, ***"বৎস, আমাদের প্রতি এরূপ ব্যবহার কেন করলে? দেখ, তোমার পিতা ও আমি কাতর হয়ে তোমার অন্বেষণ করছিলাম।"*** এই পদে মরিয়ম যদিও যোষেফকেই যীশুর পিতা হিসাবে বর্ণনা করেছে; ৪৯ পদে আমরা দেখতে পাই, যীশু কিন্তু ঈশ্বরকেই আমার পিতা বলে সম্মোধন করেছেন: ***"আমার পিতার গৃহে আমাকে থাকতেই হবে, এটা কি জানতে না?"*** যীশুর এই কথার অর্থ কিন্তু যোষেফ ও মরিয়ম উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে (৫০ পদ)। যীশুই যে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত মশীহ, তা যীশুর অলৌকীক জন্ম ও বিভিন্ন মানুষের (ইলীশাবেৎ, মেষপালক, সখরিয়, হান্না, পণ্ডিত) সাক্ষ্যের মাধ্যমে জানা সত্ত্বেও, বাস্তবে তা উপলব্ধি করা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল। আর তাই যীশুকে তাদের মধ্যে না পেয়ে, পিতা ঈশ্বরের গৃহে দেখতে পেয়ে তারা কাতর হয়েছিলেন। অর্থাৎ, নিজের পিতার গৃহে যীশু থেকে যাওয়ায় তিনি অন্যদের চিন্তার কারণ হয়েছেন। যীশুর দ্বারা সঠিক পথ বেছে নেবার কারণে যোষেফ ও মরিয়ম কাতর হয়েছেন।

এই সত্য কেবল যীশুর জন্য নয়, কিন্তু আমাদের জন্যও একইভাবে প্রযোজ্য। আমরা যতই ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতায় আমাদের আধ্যাত্মিকতায় বৃদ্ধি পাই, ততই আমাদের চারপাশের মানুষের সঙ্গে আমাদের দূরত্ব ও স্নায়ুর চাপ বৃদ্ধি পায়। পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও এই ঘটনা ঘটে থাকে। যখন সন্তানরা মণ্ডলীতে বেশি সময় কাটায়, পিতামাতারা তাকে তাদের পড়াশুনায় ফাঁকি দেবার বাহানা হিসাবে দেখে। স্বামী যখন মণ্ডলীতে ধন্যবাদের দান আনার কথা চিন্তা করে, স্ত্রী তখন টিভি কেনার কথা ভাবে। একজন যখন মণ্ডলীর প্রার্থনায় যোগদানের কথা চিন্তা করে, তখন অন্যজন পৃক্ষাগৃহে যাবার কথা ভাবে। যখন পরিবারের একজন মিশনারী হিসাবে নিজেকে প্রভুর পরিচর্যায় উৎসর্গ করতে চায়, তখন পরিবারের অন্যরা তাকে পাগল বলে। একজন যখন মন দিয়ে বিশ্বস্ত হয়ে কাজ করে, তখন অলসরা তাকে দেখে ব্যঙ্গ করে। হ্যাঁ, এই সত্যকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। আমাদের আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি আমাদের চারপাশের মানুষের সঙ্গে স্নায়ুর চাপ বৃদ্ধি করবে, এবং তারা মিথ্যা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

উদ্বিগ্ন হবে। কিন্তু তা দেখে যেন আমরা পিছিয়ে না যাই। প্রভুতে আস্থা রাখি, তিনি সার্বভৌম।

কিন্তু যোষেফ ও মরিয়ম এইভাবে যীশুর আত্মিক বৃদ্ধিতে বিঘ্ন হওয়া সত্ত্বেও, যীশু তাদের প্রতি সামান্য অসম্মান অথবা তাদের বশীভূত হতে বিন্দুমাত্র অনীহা প্রকাশ করেননি। পরিবর্তে, ৫১ পদে বলা হয়েছে, *"তিনি তাদের সঙ্গে নেমে নাসারতে চলে গেলেন, ও তাদের বশীভূত থাকলেন।"* পরিবারের অন্যরা বা আমাদের অভিভাবকরা যখন আমাদের ভুল বোঝে, তখন যেন আমরা তাদের অবমাননা না করি। যীশুকে স্মরণ করি। যীশু যদিও তাঁর প্রকৃত পিতাকে জানতেন, তিনি কিন্তু তাঁর পার্থিব পিতামাতাকে বর্জন করেননি। যীশুর ন্যায় খ্রীস্টবিশ্বাসী আমরা মানুষের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে ও পরিবারের প্রতি আমাদের দায়িত্বকে কখনও তুচ্ছজ্ঞান না করি। ঈশ্বর-পুত্র যদি তাঁর মানুষ পিতামাতাকে মান্য করে থাকেন, তাহলে আমরা আমাদের পিতামাতাকে আরও কত সমাদর করব!

গ। যীশু সর্বদা শিক্ষা গ্রহণ করেছেন: ৪৬ পদে বলা হয়েছে, *"তিন দিনের পর তাঁরা তাঁকে জেরুশালেম মন্দিরে পেলেন; তিনি গুরুদের মধ্যে বসে তাঁদের কথা শুনছিলেন ও তাঁদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিলেন।"* জেরুশালেম মন্দিরের প্রবেশ পথে যে সমস্ত ছাদযুক্ত বারান্দা ছিল, সেখানে মানুষের কাছে শাস্ত্রীয় শিক্ষা উপস্থিত করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল। তাই আমরা যীশুকেও বিভিন্ন সময় এখানে শিক্ষা দিতে দেখেছি (মার্ক ১২:৪১-৪৪; লূক ১৯:৪৭; যোহন ১০:২৩)। যোষেফ ও মরিয়ম যীশুকে এমনই একটি স্থানে গুরুদের মধ্যে দেখতে পেলেন। সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, নিস্তার-পর্বের সময় অনেক বিশিষ্ট ইহুদী গুরু জেরুশালেমে একত্র হয়েছিল ও শিক্ষা দিচ্ছিল। যীশুর পক্ষে নাসরতের সমাজগৃহে কিন্তু এমন সুযোগ ছিল না, তাই যীশু সেই সুযোগকে হাতছাড়া করতে চাননি। এই সময় ছাত্ররা গুরুদের শাস্ত্র-সম্বন্ধীয় বিভিন্ন প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে পারত।

কিন্তু ১২-বৎসরের বালক যীশু যে ধরণের প্রশ্ন করছিলেন, এবং যে ধরণের উত্তর দিচ্ছিলেন, তা ছিল অসাধারণ। ৪৭ পদে বলা হয়েছে, *"যাঁরা তাঁর কথা শুনছিল, তাঁরা সকলে তাঁর বুদ্ধি ও উত্তরে অতিশয় আশ্চর্য জ্ঞান করল।"* তখনকার দিনের রীতি মেনেই যীশু তাদের প্রশ্ন করেছিলেন। গুরুদেরকে প্রশ্ন করতে দেখে আমরা যেন যীশুকে ভুল না বুঝি বা তাঁকেও এখানে গুরু হিসাবে চিন্তা না করি। কারণ, যীশু তখনও তাঁর পার্থিব পরিচর্যা শুরু করেননি, যোহন বাপ্তাইজকের দ্বারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ ও শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত হবার পরেই তিনিই সেই কাজ শুরু করবেন, এবং তখন তিনি গুরু হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবেন। তখনকার দিনে শিক্ষা দানের রীতি অনুসারে, ছাত্ররা তাদের গুরুদের প্রশ্ন করার দ্বারা ও উত্তর দানের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করত। এর থেকে আমরা যে সত্য উপলব্ধি করি, তা হল, ঈশ্বরের পুত্র হবার কারণে যে তিনি এই সমস্ত প্রশ্ন করতে বা উত্তর দিতে সক্ষম ছিলেন, তা নয়; কিন্তু তাঁর শৈশব থেকে পিতামাতার কাছ থেকে এবং সমাজগৃহ থেকে তিনি মোশির বিধান এমনভাবে পাঠ, মুখস্থ ও অধ্যয়ন করেছিলেন যে, তা তাঁকে শাস্ত্রের উপর এমন বুৎপত্তি অর্জনে সক্ষম করেছিল। ৫২ পদে আরও বলা হয়েছে, *"যীশু জ্ঞানে ও বয়সে এবং ঈশ্বরের ও মানুষের কাছে অনুগ্রহে বৃদ্ধি পেতে থাকলেন।"* এখন যীশু স্বয়ং ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের একটি বৈশিষ্ট্য হল সর্বজ্ঞতা, যার অর্থ তিনি চিরকালই সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী। এই কারণে কখনও কোনও বিষয়ে তাঁর জ্ঞান বৃদ্ধি বা হ্রাস পেতে পারে না। তাহলে, এখানে যীশুর জ্ঞানে বৃদ্ধি পাবার অর্থ কী? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাদের দেহায়িত ঈশ্বর যীশুর মধ্যে একাধারে ঈশ্বর ও মানুষ প্রকৃতির উপস্থিতির রহস্যকে চিন্তা করতে হবে, যা আমাদের পক্ষে উপলব্ধির বাইরে। তথাপি, যে উত্তর আমরা দিতে পারি, তা হল, যীশুর মানুষ-প্রকৃতি আমাদের সঙ্গে ১০০ ভাগ সমান হওয়ায়, তিনি আমাদেরই মতো শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি লাভ করেছেন।

এর দ্বারা আমরা যে শিক্ষা পাই, তা হল, যীশুরও মানসিক (জ্ঞানে), শারীরিক (বয়সে), আধ্যাত্মিক (ঈশ্বরের অনুগ্রহে), এবং সামাজিক (মানুষের অনুগ্রহে) বৃদ্ধি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাধিত হয়নি। তা সোনার পাত্রে করে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়নি। না, তার জন্য তাঁর শাস্ত্র অধ্যয়নের প্রয়োজন ছিল। তাঁর পরিবারের শিক্ষা এবং নিয়মিতভাবে সমাজগৃহে ও জেরুশালেম মন্দিরে যোগদানের মাধ্যমে তা সাধিত হয়েছে। আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতো তিনি শিক্ষা লাভ করেছেন ও জ্ঞানে বৃদ্ধি পেয়েছেন। এই জন্যই তিনি আমাদের উপলব্ধি করতে সক্ষম (ইব্রীয় ৪:১৫)। ঈশ্বর-পুত্র যদি এইভাবে শিক্ষা লাভ করে থাকেন, জ্ঞানে বৃদ্ধি পেয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের আরও কত বেশি সেই শাস্ত্র অধ্যয়নে সচেষ্ট হতে হবে।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com